THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMED EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

Uthman Ibn Affan
His Life and Times -এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম
উসমান ইবনে আফফান
রাযিয়াল্লাহু আনহু
দ্বিতীয় খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী

ইংরেজি অনুবাদ | **রাশিদ হামালাইনেন**

বাংলা অনুবাদ | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম উসমান ইবনে আফফান রা. (দ্বিতীয় খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৩৯ / জুলাই ২০১৮
প্রচ্ছদ ■ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-92292-7-8

মূল্য ■ পাঁচ শত চল্লিশ টাকা মাত্র

USD 20.00

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

উসমান রা.-এর শাসনামলে বিজয়সমূহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উসমান রা.-এর সবচেয়ে বড় কীর্তি : কুরআনের একটিমাত্র কপি সংকলন করে উম্মতের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ১৫

৪.১। কুরআন সংকলন করার ধাপসমূহ ১৫
৪.১.১। প্রথম ধাপ : রাসূল সা.-এর যুগ ১৫
৪.১.২। দ্বিতীয় ধাপ : আবু বকর রা.-এর শাসনামলে ১৭
৪.১.৩। তৃতীয় ধাপ : উসমান রা.-এর যুগে ২২
৪.২। কুরআন জমা করার ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবীর সঙ্গে পরামর্শ ২৫
৪.৩। আবু বকর রা. এবং উসমান রা.-এর মধ্যে কুরআন জমা করার বিষয়ে মত-পার্থক্য ২৬
৪.৪। উসমান রা. সাত প্রকার তিলাওয়াতই কি কপি করেছিলেন? ২৯
৪.৫। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত কুরআনের কপির সংখ্যা ৩১
৪.৬। উসমান রা.-এর সংকলিত কপির ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর অবস্থান ৩২

পঞ্চম অধ্যায়

উসমান রা.-এর খেলাফতকালে গভর্নর নিয়োগ

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুসলিম রাষ্ট্রের অধীন এলাকাসমূহ এবং গভর্নর নিয়োগে উসমান রা.-এর নীতিমালা ৩৬

১.১। মক্কা ৩৬

১.২। মদীনা ৩৭
১.৩। বাহরাইন এবং আল-ইয়ামামাহ ৩৮
১.৪। ইয়েমেন এবং হাদরামাওত ৩৯
১.৫। সিরিয়া ৪১
১.৬। আরমেনিয়া ৪২
১.৭। মিসর ৪৪
১.৮। বসরা ৪৬
১.৯। কূফা ৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উসমান রা.-এর গভর্নরদের অধিকার এবং তাদের দায়িত্বসমূহ ৫৯

২.১। গভর্নরদের ব্যাপারে তার গৃহীত নীতিসমূহ ৫৯
২.২। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ৬১
২.২.১। হজ পালন ৬১
২.২.২। অন্য প্রদেশের নাগরিকেদের জিজ্ঞাসাবাদ ৬১
২.২.৩। বিভিন্ন প্রদেশের নাগরিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত চিঠি ৬২
২.২.৪। বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শক প্রেরণ ৬২
২.২.৫। বিভিন্ন এলাকায় সফর ৬২
২.২.৬। প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য গভর্নরদের নির্দেশ ৬২
২.২.৭। গভর্নর তলব এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ৬৩
২.২.৮। গভর্নরদের সঙ্গে পত্র বিনিময় ৬৩
২.৩। গভর্নরদের অধিকার ৬৫
২.৩.১। আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া সবকিছুতে তাদের অনুগত থাকা ৬৫
২.৩.২। আন্তরিক উপদেশ ৬৬
২.৩.৩। সবকিছু সঠিক সময়ে অবগত হওয়া ৬৭
২.৩.৪। গভর্নরদের কর্মকাণ্ডে সাহায্য-সহযোগিতা ৬৭
২.৩.৫। বরখাস্ত করার পর সম্মান প্রদর্শন ৬৮
২.৩.৬। বেতন ৬৮
২.৪। গভর্নরদের দায়িত্ব ৬৯
২.৪.১। ইসলামের বাস্তবায়ন ৬৯
২.৪.২। মসজিদ নির্মাণে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ৭০
২.৪.৩। হজ করার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ৭১
২.৪.৪। শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ ৭১
২.৪.৫। লোকজনের জান-মাল হেফাজত করা ৭২
২.৪.৬। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ ৭৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উসমান রা.-এর গভর্নরগণ ৭৯

৩.১। উসমান রা.-এর খেলাফতকালে গভর্নরদের গুণাবলী ৮২
৩.১.১। মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. ৮২
৩.১.১.১। কুরআনে মুআবিয়া রা.-এর প্রশংসা ৮২
৩.১.১.২। রাসূল সা.-এর প্রশংসা ৮২
৩.১.১.৩। বিজ্ঞজনদের অভিমত ৮৪
৩.১.১.৪। হাদীস বর্ণনা ৮৮
৩.১.২। আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে কুরাইয রা. ৯০
৩.১.৩। ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা. ৯৫
৩.১.৪। সাঈদ ইবনুল আস রা. ১০৪
৩.১.৫। আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ রা. ১১০
৩.১.৬। মারওয়ান ইবনে হাকাম এবং তার পিতা রা. ১১৩
৩.২। বাইতুল মালের অর্থ দিয়ে উসমান রা. কি কোনো আত্মীয়কে অনুগ্রহ করেছিলেন? ১১৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আবু যর রা. এবং উসমান রা.-এর মধ্যে সত্যিকার সম্পর্ক ১২১

৪.১। সারসংক্ষেপ ১২১
৪.২। ইবনে সাবা-এর মিথ্যা রটনায় আবু যর রা.-এর নিরাসক্ততা ১৩৪
৪.৩। আবু যর রা.-এর মৃত্যু এবং তার পরিবারের সঙ্গে উসমান রা.-এর আত্মীয়তা ১৩৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফিতনার কারণসমূহ এবং উসমান রা.-এর শাহাদাতবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : উসমান রা.-এর শাহাদাতের ঘটনা অধ্যয়নের গুরুত্ব এবং এ ব্যাপারে রাসূল সা.-এর ভবিষ্যদ্বাণী ১৩৯

১.১। উসমান রা.-এর শাহাদাতের ঘটনা অধ্যয়নের গুরুত্ব এবং এর প্রভাব (উষ্ট্র যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ ইত্যাদি) ১৩৯
১.২। অনাগত ফিতনা সম্পর্কে সাহাবীদের সতর্ক করে রাসূল সা.-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার প্রজ্ঞা ১৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফিতনার কারণসমূহ যা উসমান রা.-এর শাহাদাতকে অবিশ্যম্ভাবী করে তোলে ১৫১

২.১। সহজ এবং উন্নত জীবন-যাপনের প্রভাব ১৫৬
২.২। সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ ১৬১
২.২.১। লোকজনের পরিবর্তন ১৬৩
২.২.২। সংস্কৃতির পালাবদল ১৬৯
২.২.৩। নতুন প্রজন্মের আগমন ১৭০
২.২.৪। সামাজিকভাবে গুজবের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ১৭১
২.৩। যেসব বিষয়ে উসমান রা. উমর রা.-কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ১৭৩
২.৪। মদীনা থেকে প্রবীণ সাহাবীদের বহির্গমন ১৭৪
২.৫। ইসলাম-পূর্ব আবিষ্টতা ১৭৫
২.৬। বিজয় অভিযানের সমাপ্তি ১৭৭
২.৭। ধর্মানুরাগ—এর ভুল ব্যাখ্যা ১৭৮
২.৮। নেতৃত্বে লোভ ১৭৮
২.৯। কুচক্রীদের চক্রান্ত ১৭৯
২.১০। সাধারণ জনগণকে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত চক্রান্ত ১৮০
২.১১। জনগণকে বিভিন্ন উপায়ে প্রলুব্ধ করা ১৮৩
২.১২। ফিতনা সৃষ্টিতে সাবায়ীদের ভূমিকা ১৮৪
২.১২.১। সাবায়ী : বাস্তব নাকি শ্রুতিকথা? ১৮৪
২.১২.২। ফিতনা সৃষ্টিতে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার ভূমিকা ১৯০

সপ্তম অধ্যায়

উসমান রা.-এর শাহাদাত

প্রথম পরিচ্ছেদ : ফিতনার উদ্গিরণ ১৯৯

১.১। সংস্কারের ক্ষতিসমূহ ২০১
১.২। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা : সংঘঠনের প্রধান ২০৩
১.৩। সাঈদ ইবনুল আস রা.-এর সভায় ফিতনাকারীদের বিশৃঙ্খলা (৩৩ হি.) ২০৫

১.৪। মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে ফিতনাকারীদের অবস্থান ২০৭
১.৪.১। পুনর্বার মিটিং ২১২
১.৪.২। ফিতনাকারীদের ব্যাপারে উসমান রা.-এর নিকট মুআবিয়া রা.-এর চিঠি ২১৫
১.৫। কূফায় ফিতনাকারীদের প্রত্যাবর্তন এবং মসোপটেমিয়ায় নির্বাসন ২১৬
১.৫.১। বসরায় আশআয আব্দুল কাইসের বিরুদ্ধে ফিতনাকারীদের মিথ্যা অভিযোগ ২১৯
১.৫.২। ইবনে সাবা কর্তৃক ফিতনার মূল কাজ শুরু (৩৪ হি.) ২২০
১.৫.৩। ফিতনার প্রকাশ্য ব্যাপ্তিতে কূফার অবস্থা ২২০
১.৫.৪। কাকা ইবনে আমর আত-তামীমী-এর প্রথম বিদ্রোহ দমন ২২১
১.৫.৫। আব্দুর রহমান ইবনে খালিদের নিকট অবস্থানরত ফিতনাকারীদের প্রতি ইয়াজিদের চিঠি ২২২
১.৫.৬। কাকা ইবনে আমর ফিতনাকারীদের নেতাকে হত্যা করতে উদ্যত হন ২২৩
১.৫.৭। ফিতনাকারীদের প্রতিরোধে সাঈদ ইবনুল আসকে কূফায় প্রবেশে ব্যর্থ হন ২২৪
১.৫.৮। আবু মূসা আশআরী লোকদের শান্ত করেন এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেন ২২৭
১.৫.৯। কূফার বিদ্রোহীদের প্রতি উসমান রা.-এর পত্র ২২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফিতনা নিবারণে খলীফার চেষ্টা ২৩০

২.১। কিছু সাহাবীদের পরামর্শে বিভিন্ন অঞ্চলে তদন্ত কমিটি প্রেরণ ২৩০
২.২। জনগণের উদ্দেশ্যে খলীফার চিঠি ২৩২
২.৩। গভর্নরদের সঙ্গে পরামর্শ ২৩৩
২.৩.১। মুআবিয়া রা.-এর দুটি পরামর্শ যা উসমান রা. মেনে নেননি ২৩৭
২.৩.২। বিদ্রোহীদের সংঘঠনে উসমান রা.-এর গোয়েন্দাদল ২৩৮
২.৪। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ ২৪০
২.৫। তাদের কিছু প্রস্তাবে সম্মতি ২৪৫
২.৬। ফিতনা মোকাবেলায় উসমান রা.-এর পরামর্শ ২৪৬
২.৬.১। যাচাই-বাছাই ২৪৬
২.৬.২। ন্যায়-বিচারে দৃঢ়তা ২৪৬
২.৬.৩। ধৈর্য এবং বিনয় ২৪৬

২.৬.৪। ঐক্য বজায় রাখার আকুতি ২৪৭
২.৬.৫। নীরবতা অবলম্বন করা এবং কম কথা বলা ২৪৭
২.৬.৬। জ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শ ২৪৭
২.৬.৭। রাসূল সা.-এর হাদীস থেকে ফিতনা উত্তরণের উপায় অন্বেষণ ২৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিদ্রোহীদের মদীনা দখল ২৫১

৩.১। বিদ্রোহীদের আবির্ভাব ২৫১
৩.১.১। বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আলী রা.-কে প্রেরণ ২৫৪
৩.১.২। খারেজীদের জাল চিঠি ২৫৫
৩.২। উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে অবরোধ এবং ফিতনাকারীদের নেতার পেছনে নামায পড়ার ব্যাপারে উসমান রা.-এর মত ২৬০
৩.৩। অবরোধকারীদের সঙ্গে উসমান রা.-এর সমাঝোতা ২৬১
৩.৩.১। ইবনে উমর রা. উসমান রা.-কে পদত্যাগ না করার জন্য সাহস দেন ২৬১
৩.৩.২। উসমান রা.-কে হত্যা করার হুমকি ২৬৩
৩.৩.৩। সাসাহ ইবনে সুহানের যুক্তিসমূহ খণ্ডণ ২৬৪
৩.৩.৪। উসমান রা.-এর অবদান এবং লোকজনের প্রতিক্রিয়া ২৬৭
৩.৪। সাহাবায়ে কেরামের প্রতিরোধ ২৭০
৩.৪.১। আলী ইবনে আবি তালিব রা. ২৭০
৩.৪.২। যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা. ২৭০
৩.৪.৩। আল-মুগীরা ইবনে শুবা রা. ২৭২
৩.৪.৪। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. ২৭৩
৩.৪.৫। কাব ইবনে মালিক আল-আনসারী রা. এবং যায়েদ ইবনে সাবিত আল-আনসারী রা. ২৭৪
৩.৪.৬। হাসান ইবনে আলী রা. ২৭৪
৩.৪.৭। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আল-খাত্তাব রা. ২৭৫
৩.৪.৮। আবু হুরাইরা রা. ২৭৫
৩.৪.৯। সুলাইত ইবনে সুলাইত রা. ২৭৬
৩.৪.১০। কিছু সাহাবী উসমান রা.-কে মক্কার উদ্দেশে চলে যেতে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন ২৭৬
৩.৫। লড়াইয়ের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কারণসমূহ ২৭৭
৩.৬। উম্মুল মুমিনীনদের অবস্থান ২৭৯
৩.৬.১। উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবি সুফিয়ান রা. ২৭৯

৩.৬.২। সাফিয়া রা. ২৮০
৩.৬.৩। আয়েশা রা. ২৮১
৩.৬.৪। রাসূল সা.-এর মহিলা সাহাবীদের অবস্থান ২৮৩
৩.৭। ওই বছর কারা কারা হজ করেছিলেন? উসমান রা. কি তার গভর্নরদের সাহায্য কামনা করেছিলেন? ২৮৫
৩.৭.২। উসমান রা. কি গভর্নরদের সাহায্য চেয়েছিলেন? ২৯৮
৩.৭.৩। উসমান রা.-এর সর্বশেষ বক্তব্য ২৯৯
৩.৮। উসমান রা.-এর শাহাদাত ৩০১
৩.৮.১। অবরোধের শেষ দিন এবং স্বপ্ন ৩০১
৩.৮.২। তার শাহাদাতের বিবরণ ৩০২
৩.৮.৩। আকস্মিক ঘটনায় প্রবীণ সাহাবীদের মন্তব্য ৩০৮
৩.৯। তার শাহাদাতের তারিখ, বয়স এবং দাফন-কাফন প্রসঙ্গ ৩১১
৩.৯.১। তার শাহাদাতের তারিখ ৩১১
৩.৯.২। তার বয়স ৩১২
৩.৯.৩। তার জানাযা ও দাফন ৩১২
৩.৯.৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর প্রসঙ্গ ৩১৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উসমান রা.-এর শাহাদাতে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান ৩১৭

৪.১। উসমান রা.-এর ব্যাপারে রাসূল সা.-এর পরিবারের সদস্যদের প্রশংসা এবং তার হত্যাকাণ্ডে তাদের নির্দোষিতা ৩২০
৪.১.১। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. ৩২০
৪.১.১। আলী ইবনে আবি তালিব রা. ৩২৪
৪.১.১। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ৩২৯
৪.১.৪। যায়েদ ইবনে আলী ৩৩০
৪.১.৫। আলী ইবনে হুসাইন ৩৩০
৪.২। আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ৩৩২
৪.২.১। উসমান রা. আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে বেত্রাঘাত করেন ৩৩৩
৪.২.২। আম্মার রা. লোকজনকে উসমান রা.-এর বিপক্ষে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন বলে মিথ্যা অভিযোগ ৩৩৪
৪.২.৩। উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডে আম্মার রা.-এর নির্দোষিতা ৩৩৫
৪.৩। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডে

আমর রা. নির্দোষিতা ৩৩৭
৪.৪। উসমান রা.-এর শাহাদাতে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ৩৩৯
৪.৪.১। আনাস ইবনে মালিক রা. ৩৩৯
৪.৪.২। হুযাইফা ইবনে আল-ইয়ামানী রা. ৩৩৯
৪.৪.৩। উম্মে সুলাইম আল-আনসারিয়্যাহ রা. ৩৪১
৪.৪.৪। আবু হুরাইরা রা. ৩৪১
৪.৪.৫। আবু বাকরা রা. ৩৪১
৪.৪.৬। আবু মূসা আল-আশআরী রা. ৩৪১
৪.৪.৬। সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. ৩৪২
৪.৪.৬। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ৩৪২
৪.৪.৬। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. ৩৪২
৪.৪.৬। হাসান ইবনে আলী রা. ৩৪৩
৪.৪.৬। সালামাহ ইবনুল আকওয়া রা. ৩৪৩
৪.৪.৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ৩৪৩
৪.৫। অন্যান্য ফিতনায় উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের প্রভাব ৩৪৪
৪.৬। যুলুম-নির্যাতন উভয় জাহানেই ধ্বংস ডেকে আনে ৩৪৫
৪.৭। মহান নেতার মৃত্যুতে মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট এবং তাদের কতিপয় শোকগাথা ৩৪৭

সারসংক্ষেপ ৩৫১

চতুর্থ অধ্যায়

উসমান রা.-এর শাসনামলে বিজয়সমূহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উসমান রা.-এর সবচেয়ে বড় কীর্তি : কুরআনের একটিমাত্র মাসহাফ সংকলন এবং উম্মতের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা

৪.১। কুরআন সংকলনের ধাপসমূহ

৪.১.১। প্রথম ধাপ : রাসূল সা.-এর যুগ

এটি প্রমাণিত সত্য যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্য তার এক বা ততধিক অহী-লেখক ছিলেন। অহী লেখার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু 'রাসূলের অহী লেখক' হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম বুখারী রহ. তার কিতাবে *ফাযাইলুল কুরআন* (কুরআনের ফযীলতসমূহ) শিরোনামে আলাদা একটি অধ্যায় সংযুক্ত করেন। সেই অধ্যায়ে বর্ণিত দু-টি হাদীস নিচে উল্লেখ করা হলো।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী লেখক ছিলে...।'[১]

বারাআ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত

[১] *সহীহ*, বুখারী, হাদীস নং ৪৬৮৬।

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .....فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ[২]

অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

ادْعُ لِيْ زَيْدًا وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ أَوِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ

> যায়েদকে আমার কাছে ডেকে আনো এবং তাকে বলো, সে যেন কাষ্ঠখণ্ড, দোয়াত এবং কাঁধের হাড় নিয়ে আসে। এরপর তিনি বললেন, লেখো।[৩]

হিজরতের আগেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অহী লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এটা সুবিদিত যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী-লেখক ছিলেন। কুরআন লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা থেকেও প্রমাণিত। তিনি যখন তার বোনের ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তার বোনের হাতে একটি কাগজ দেখতে পান যেখানে সূরা ত-হা লেখা ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন পুরো কুরআন মাজীদই লিপিবদ্ধ করা অবস্থায় ছিল। তবে তা একজায়গায় জমা করা ছিল না। কুরআনের আয়াতগুলো গাছের বাকল এবং পাথরের উপর লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। অনেক সাহাবী পুরো কুরআনের হাফেয ছিলেন। যদিও কুরআন মানুষের অন্তরে এবং লিখিত অবস্থায় রক্ষিত ছিল, তবু প্রতিবছর একবার এবং ইন্তেকালের বছর দু-বার জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২] সূরা আন-নিসা, ৩ : ৯৫।
[৩] *সহীহ*, বুখারী, হাদীস নং ৪৫৯৩।

ওয়া সাল্লামকে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন।[৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো কুরআন মাজীদকে একটি কিতাবের আকারে জমা করেননি। সম্ভবত তিনি এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে, কোনো কিছুই আল্লাহর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া অহী কিংবা বিধানকে রহিত করতে পারবে না।

রাসূলের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে যখন অহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তরে কুরআন জমা করার অনুপ্রেরণা দান করেন। আর এভাবেই তিনি তার চিরসত্য ওয়াদা অনুযায়ী এ উম্মতের জন্য কুরআনকে চিরকালের জন্য সংরক্ষণ করেন।[৫]

৪.১.২। দ্বিতীয় ধাপ : আবু বকর রা.-এর শাসনামলে

ইয়ামামাহর লড়াইয়ে অনেক কুরআনে হাফেয শাহাদাতবরণ করেন। ফলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের সকল পাণ্ডুলিপি যা চামড়া, হাড়, গাছের বাকলে লেখা হয়েছিল এবং সাহাবীদের সিনায় গচ্ছিত ছিল, তা জমা করেন। আর তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই মহান কাজের দায়িত্ব দেন। যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> অনেক হাফেযে কুরআন শহীদ হয়ে যাওয়ায় ইয়ামামার যুদ্ধের কিছুদিন পরেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে ডেকে আনেন। আমি এসে খলীফার নিকট উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পাশে বসে থাকতে দেখি।
>
> আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমার কাছে উমর এসে বলেছে যে, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজে কুরআন শহীদ হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ-বিগ্রহে আরও অনেক হাফেযে

[৪] *সহীহ*, বুখারী, হাদীস নং ৪৯৯৮।
[৫] *আল-মদীনা আন-নবুওয়াহ ফযর আল-ইসলাম ওয়াল আসর আর-রাশিদী*, পৃ. ২৪০।

> কুরআন শহীদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় কুরআন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য তিনি আমাকে কাউকে নিয়োগ করে কুরআন (যা বিভিন্ন চামড়া, হাড্ডি কিংবা হাফেযে কুরআনের হৃদয়পটে রয়েছে) জমা করার অনুরোধ করেছেন।'
> আমি তাকে বলেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং যে কাজ করে যাননি, আমি তা কেমন করে করতে পারি?
> তখন উমর বলল, 'এটা একটি উত্তম কাজ (যা আপনার করা উচিত)।'
> কিন্তু উমর বার বার আমার নিকট এসে একই অনুরোধ করতে লাগলেন যে, পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর খুলে দিলেন যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা উমরের অন্তর আগেই খুলে দিয়েছিলেন। এখন কুরআন জমা করার ব্যাপারে আমিও উমরের মতো একই ধারণা পোষণ করি।'
>
> আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, 'তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান। তোমার বিশ্বস্ততা, সততা এবং সত্যবাদিতার প্রতি কারও কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী লেখার সৌভাগ্যও তুমি অর্জন করেছ। তুমি সম্পূর্ণ ত্রিশ পারা কুরআন মাজীদ সংকলন করার কাজে লেগে যাও।'
>
> যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, 'যদি একটি পাহাড় কেটে স্থানান্তর করার দায়িত্ব দেওয়া হতো, তবে তা কুরআন সংকলন করার চেয়ে আমার জন্য সহজ হতো। সুতরাং আমি কুরআন সংকলনের কাজে মশগুল হলাম। চামড়া, হাড্ডি, পাথরের টুকরায় যা বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছিল, আর হাফেযদের স্মৃতিপটে যা কিছু সংরক্ষিত ছিল, সবকিছুই একত্র করতে লাগলাম। সূরা তওবার শেষের দু-টি আয়াত একমাত্র আবু খুযায়মা আনসারী ব্যতীত অন্য কারও নিকট পাইনি।' আয়াত দু-টি হলো :

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগী নেই। আমি তারই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।[৬]

কুরআন মাজীদ একত্রে সংকলন করার পর তা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু পর্যন্ত তার নিকট সংরক্ষিত থাকে। তারপর তা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এবং তার ইন্তেকালের পর জমাকৃত কুরআন মাজীদ হাফসা বিনতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকট সংরক্ষিত থাকে।[৭]

কুরআন জমা করার এই দ্বিতীয় ধাপ থেকে নিচের শিক্ষাগুলো পাওয়া যায় :

১। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ই তাদের কুরআন জমা করার দিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কারণ, ইতিমধ্যে যারা এই কুরআনকে অন্তরে ধারণ করে রেখেছিলেন, তাদের অনেকেই ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে জিহাদে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা হাফেযে কুরআন ছিলেন, তাদের চিন্তা, আচরণ এবং তরবারিই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের দ্রুত উপকার ও সাহায্য লাভের অন্যতম উপকরণ। পরবর্তী সময়ে যারাই দ্বীনের খেদমত করতে আগ্রহী হবে, তাদের উচিত, ওই সব মহান ব্যক্তিদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা।

২। উম্মতের স্বার্থে কুরআন জমা করা হয়েছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা থেকে তা-ই প্রতীয়মান হয়। যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং যে কাজ করে যাননি, তা আমি কীভাবে করতে পারি'—তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলেছিলেন, 'এটা একটি উত্তম কাজ (যা আপনার করা উচিত)।'

[৬] সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১২৮।
[৭] *সহীহ*, বুখারী, হাদীস নং ৪৯৮৬।

৩। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সবাই এ কাজে সম্মতি প্রকাশ করেছিল—সরাসরি, অথবা অন্য কোনোভাবে।

৪। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কীভাবে সাহাবায়ে কেরাম কোনো বিষয়ে পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা বজায় রেখে নিজস্ব বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ করতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা উম্মতের জন্য কল্যাণকর; তারা সঠিক মতের উপর ঐকমত্য প্রকাশ করতেন এবং যা আসলেই করণীয় তা বোঝার পর সঙ্গে সঙ্গে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে নিতেন। আর একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেলে তা তারা রক্ষা করারও চেষ্টা করতেন। এ কারণেই তারা এমন অনেক সিদ্ধান্তে একমত হতে পেরেছিলেন যেগুলো বাহ্যত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ ছিল।[৮]

৪.১.২.১। এ কাজে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যা যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল

এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করেছেন। কারণ, এ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে যেসব বুনিয়াদি যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল, তা তিনি তার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। এসব যোগ্যতার কয়েকটি নিচে দেওয়া হলো :

১। তিনি ছিলেন যুবক। তার বয়স ছিল মাত্র একুশ বছর। এ কাজের জন্য একজন পরিশ্রমী মানুষের প্রয়োজন ছিল—যা তার বয়সেই সম্ভব।

২। তিনি এ কাজের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। সুতরাং এ দায়িত্বপ্রাপ্তি ছিল তার জন্য খুবই উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যাকে চৌকস মেধা ও মনন দিয়েছেন, তাকেই এরকম নেক কাজ করার তাওফীক নসীব করেন।

[৮] *আল-ইজতিহাদ ফিল ফিকহিল ইসলামী*, আব্দুস সালাম সুলাইমানী, পৃ. ১২৭।